উত্তম আমলের বরকত

23 January 2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ

নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতাকে আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করবে তবে সে আমাকে ঐ ব্যক্তি এবং তার পিতার নাম উপস্থাপন করে, (আর বলে) অমুক বিন অমুক আপনার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করেছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়া, ১০/২৫১, হাদীস- ১৭২৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُوا اللّٰه!, تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! ইত্যাদি

শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✲ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✲ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✲ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✲ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে উত্তম আমল অসংখ্য, যেমন; ✲ ইলমে দ্বীন শিখা ✲ নিয়মিত নামায রোযা পালন করা, ✲ দরূদ শরীফ পাঠ করা, ✲ প্রতিদিন চিন্তা ভাবনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করা, ✲ উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা, ✲ তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করা, ✲ সদকা ও খয়রাত করা, ✲ পিতামাতার আনুগত্য করা, ✲ আত্মীয় স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, ✲ বড়দের আদব ও ছোটদের স্নেহ করা, ✲ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া বা পড়ানো, ✲ মাদানী দরস দেয়া এবং এতে অংশগ্রহন করা, ✲ ফজরের পর মাদানী হালকা লাগানো, ✲ নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করা, ✲ ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো, ✲ ঘরে মাদানী পরিবশ বানানো, ✲ অনুরূপভাবে গুনাহ সমূহ যেমন; ✲ মিথ্যা ✲ গীবত ✲ চুগলী ✲ হিংসা ✲ কু-ধারণা সবকিছু থেকে বেঁচে থাকা, মোটকথা! উত্তম আমল অসংখ্য।

মনে রাখবেন! এই দুনিয়া আমল করার স্থান, আমরা এখানে যেই আমল করবো, তার শাস্তি অথবা প্রতিদান আমরা আখিরাতে পাবো, আমল ভাল হলে এর প্রতিদানও ভাল হবো এবং আমল খারাপ হলে তবে এর ফল খারাপই হবে। আজকের বয়ানে আমরা উত্তম আমলের বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করবো, আমলের গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছু পয়েন্ট বর্ণনা করা হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমলের প্রতিদান আখিরাতে পাবেই, কিন্তু দুনিয়াতেও উত্তম আমলের বরকত প্রকাশ পায়, এ সম্পর্কেও কিছু ঘটনা ও পয়েন্ট উপস্থাপন করা হবে। আহ! সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শ্রবন করা নসীব হয়ে যাক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

চার দিরহামের পরিবর্তে চারটি দোয়া

হযরত মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন বয়ান করছিলেন, কোন হকদার তার থেকে চার দিরহাম চাইলো। হযরত মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘোষনা করলেন: যে একে চার দিরহাম দিবে, আমি তার জন্য চারটি দোয়া করবো। তখন সেখান দিয়ে একজন গোলাম যাচ্ছিলো, একজন অলীয়ে কামিলের রহমতপূর্ণ আওয়াজ শুনে তার কদম থমকে গেলো এবং তার নিকট যে চার দিরহাম ছিলো, তা সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিলো। হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বলো! কোন চারটি দোয়া করাতে চাও? আরয করলো: (১) আমি যেনো গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যাই (২) আমি এই দিরহামের বদলা চাই (৩) আমার এবং আমার মুনিবের তাওবা নসীব হোক (৪) আমার, আমার মুনিবের, আপনার এবং সকল উপস্থিতির ক্ষমা হয়ে যাক। হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন। গোলাম তার মুনিবের নিকট দেরীতে পৌঁছলো, মুনিব দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে এই ঘটনা শুনালো। মুনিব জিজ্ঞাসা করলো: প্রথম দোয়া কি ছিলো? গোলাম বললো: আমি আরয করেছি: দোয়া করুন! আমি যেনো গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যাই। একথা শুনে মুনিবের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো: "যাও! তুমি গোলামী থেকে মুক্ত।" জিজ্ঞাসা করলো দ্বিতীয় দোয়া কোনটি করিয়েছো? বললো: যে চার দিরহাম আমি দিয়ে দিয়েছি, তার বিকল্প যেনো পেয়ে যাই। মুনিব বলে উঠলো: "আমি চার দিরহামের পরিবর্তে তোমায় চার হাজার দিরহাম দিলাম।" জিজ্ঞাসা করলো: তৃতীয় দোয়া কি ছিলো? বললো: আমার এবং আমার মুনিবের গুনাহ থেকে তাওবা করার তৌফিক নসীব হয়ে যাক। একথা শুনতেই মুনিবের মুখে ইস্তিগফার শুরু হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: "আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার সকল গুনাহ থেকে তাওবা করছি।" অতঃপর বললো: চতুর্থ দোয়া কি ছিলো: গোলাম উত্তর দিলো: আমি অনুরোধ করেছি যে, আমার, আমার মুনিব, তাঁর এবং ইজতিমার সকল উপস্থিতির ক্ষমা হয়ে যাক। একথা শুনে মুনিব বললো: তিনটি বিষয় যা আমার ক্ষমতায় ছিলো, তা আমি করে

নিয়েছি, চতুর্থ বিষয়টি সবার ক্ষমা হয়ে যাওয়া, এটা আমার ক্ষমতায় নেই। দিন অতিবাহিত হলো, যখন রাত হলো তখন সেই মুনিব স্বপ্নে কোন ঘোষণাকারীকে শুনলেন: যা তোমার ক্ষমতায় ছিলো, তা তুমি করেছো এবং আমি হলাম **আরহামুর রাহেমিন**, আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, মনসুরকে এবং সেখানে বিদ্যমান উপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছে। (রওযুর রিয়্যাহীন, ২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে তিনটি বিষয় অর্জিত হলো:

(১) এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, **আল্লাহ** ওয়ালারাদের দোয়া অর্জনের কোন সুযোগ হাত ছাড়া করা উচিৎ নয়, **আল্লাহ পাকে**র নেককার বান্দারা যখন **আল্লাহ পাকে**র নিকট কোন কিছু চায় তখন তিনি তাদের চাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন না।

(২) দ্বিতীয়ত এটি জানা গেলো যে, বান্দা জানুক বা না জানুক, কিন্তু নেক আমলের বরকত অবশ্যই অর্জিত হয়। তবে হ্যাঁ, কখনো সেই বরকত প্রকাশ হয়ে যায় এবং কখনো প্রকাশ হয়না। তাই যে কোন নেক আমল যতই ছোট হোক না কেন, আমাদের ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়। নেক আমলের এই দুনিয়াতেও উপকার রয়েছে, কিন্তু আমরা প্রতিবার বুঝতে পারি না। আখিরাতে **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় অবশ্যই এর উপকার হবে এবং আমরা দেখবো।

(৩) তৃতীয়ত এই বিষয়টি জানতে পারলাম যে, সদকা দেয়ার খুবই বরকত রয়েছে, সদকা দেয়াতে বালা মুসিবদ দূর হয়, সদকা দেয়াতে বিপদ দূর হয়, সদকা দেয়াতে পেরেশানি শেষ হয়ে যায়, সদকা দেয়াতে রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং **আল্লাহ**র পথে মন খুলে ব্যয় করা উচিৎ। মনে রাখবেন! সদকা করা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা যতক্ষণ ধনী ও সম্পদশালী হবো না, ভালভাবে ব্যাংক ব্যালেন্স বানিয়ে নিই, উত্তম বাড়ি, গাড়ি এবং চাকর বাকর ওয়ালা না হওয়া পর্যন্ত সদকাই করবো না বরং আমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে সেই অনুযায়ী ছোট ছোট জিনিসও শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবো, তবে এর উপকারীতা দুনিয়াতেও পাবো এবং আখিরাতেও নাজাতের উপায় হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আখিরাতের মর্যাদা নেক আমলের উপর ভিত্তি করে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন মৃত্যু আসে তখন পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সবাই এখানে রয়ে যায়। শুধুমাত্র মৃতকেই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হয়। হ্যাঁ! শুধুমাত্র নেক আমলই কবরে কাজে আসবে। সেই পরিবার যাদের শান্তিতে ঘুম পাড়ানোর জন্য নিজের ঘুমকে উৎসর্গ করা হয়, যাদের ভবিষ্যৎ সজ্জিত করার জন্য নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করে দেয়া হয়, যাদের সুবিধার জন্য নিজের শান্তি ও আরামকে হারাতে হয়। যখনই জীবনের সফর শেষ হতে থাকে তখনই সেই পরিবারের নিজের চিন্তা কষ্ট দিতে থাকে, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অবস্থা তাদের পীড়িত করে দেয়। সাধারনত অবস্থা এমন হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু এই চিন্তায় লিপ্ত হয়ে যায় যে, আমার কি হবে? আহ! মৃত ব্যক্তি থেকে শিক্ষা অর্জন করে আমরা আমাদের মৃত্যুর প্রস্তুতিতে লেগে যাই। এর জন্য এখনই সময়, আগামী দিনের চিন্তা করুন।

নেক আমলের আকৃতিতে কবর ও আখিরাতে কাজে আসা নেকী সমূহ একত্রিত করে নেয়া উচিৎ। এই বিষয়টি মনে গেঁথে নেয়া উচিৎ যে, মৃত্যুর পর শুধুমাত্র নেক আমলই কাজে আসবে, সুউচ্চ দালান, আলিশান বাড়ি, বড় বড় ঘর, ধন ও সম্পদের আধিক্য, ব্যাংক ব্যাল্যান্স এগুলো থেকে কিছুই কবরে সাথে যাবে না। বরং এগুলো সবই এখানেই রয়ে যাবে।

উপদেশ মূলক বাক্য

হযরত মুহাম্মদ বিন হুসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত আবু মুয়াবিয়া আসুদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অর্ধরাতে দেখলাম যে, তিনি অনবরত কান্না করছেন এবং তার মুবারক মুখে এই উপদেশ মূলক বাক্য অব্যাহত ছিলো: ✻ সাবধান! যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিলো এবং সর্বদা তা অর্জন করাতেই লেগে রইলো তবে কাল কিয়ামতের দিন তাকে অনেক বেশি দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। ✻ যে ব্যক্তি আখিরাতে সম্মুখীন হওয়া ব্যাপারকে মনে রাখে এবং কিয়ামতের দিন সম্মুখীন হওয়া কঠোরতা ও হতাশার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে তবে তার অন্তর

দুনিয়ার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। ✻ যদি তুমি চাও যে, তোমার আরাম ও প্রশান্তি এবং মহান নেয়ামত অর্জিত হোক তবে রাতে কম ঘুমাও এবং রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করো। ✻ যখন তোমাকে কেউ উপদেশ দেয়, নেকীর দাওয়াত দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তবে তার দাওয়াত গ্রহণ করো। ✻ তুমি তোমার পরের লোকদের রিযিকের চিন্তা করো না, কেননা তোমাকে তাদের রিযিকের জন্য বাধ্য করা হয়নি। ✻ তুমি নিজেকে মহান দিনের জন্য প্রস্তুত রাখো, যখন তোমায় **আল্লাহ পাকের** সামনাসামনি হতে হবে, তুমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হবে, অতঃপর তোমাকে প্রশ্ন করা হবে, সেই কঠিন দিনের প্রস্তুতিতে সর্বদা নিজেকে লিপ্ত রাখো। ✻ অধিকহারে নেক আমল করো এবং নিজের আখিরাতের ভান্ডারকে নেক আমলের দৌলত দ্বারা দ্রুত পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করো। ✻ অহেতুক ব্যস্ততা ছেড়ে দাও এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও অন্যথায় পরবর্তিতে অনেক আফসোস করতে হবে। ✻ যখন তোমার রূহ বের হতে থাকবে এবং গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন তোমার সকল পছন্দনীয় জিনিস যা তুমি পছন্দ করতে সবই দুনিয়াতেই রয়ে যাবে এবং তখন তোমার খুবই আফসোস হবে, সুতরাং সেইদিনের পূর্বেই আখিরাতের প্রস্তুতি নাও। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উত্তম আমলের প্রতিদান হলো জান্নাত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই নশ্বর দুনিয়ায় নেক আমলের আকৃতিতে সর্বদা স্থায়ী আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়, যদি আল্লাহ পাকের দয়া হয় তবে নেক আমলের বরকতে কবরও সজ্জিত হবে, আখিরাতেও তরী পার হবে এবং اِنْ شَآءَ الله হাসিখুশি **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে পেছনে জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা উত্তম আমল করবে, তারা জান্নাত পাবে।

আল্লাহ পাক ৩০ পারা সূরা বাইয়্যানাতের ৭, ৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓىٕكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ ؕ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهٗ ۠

(পারা ৩০, সূরা বাইয়্যানাত, আয়াত ৭ ও ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট- বসবাস করার বাগান, যার নীচে নহর সমূহ প্রবাহিত, সেগুলোতে সদা-সর্বদা থাকবে। **আল্লাহ** তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তারই জন্য, যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

অনুরূপভাবে ১১তম পারা সূরা ইউনুসের ৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ یَهْدِیْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِیْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ ۝

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা সৎকর্ম করেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন; তাদের নীচে নদী সমূহ প্রবাহিত হবে, নিয়ামতের বাগান সমূহে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! নেক আমলের এরচেয়ে আর কি বরকত হতে পারে যে, বান্দা এর কারণে জান্নাতের ন্যায় আলিশান এবং সর্বদা স্থায়ী নেয়ামতও পেতে পারে।

নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই, যে জান্নাতের সর্বদা স্থায়ী নেয়ামতকে এই জগতের নশ্বর নেয়ামতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং সেই নেয়ামত অর্জন করার চেষ্টা করে, যা সর্বদা স্থায়ী। নিঃসন্দেহে দুনিয়ার ভালবাসা এবং ধন ও সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থেকে জান্নাত পাওয়ার জন্য আমল করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু যদি আমরা আখিরাতে অর্জিত আরাম, আয়েশ ও সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করি তবে নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আমল করা সহজ হবে। একে এভাবে বুঝে নিন যে, যদি কারো সামনে একটি একশত টাকা নোট রাখা হয় আর তার পাশে এক লক্ষ টাকার নোটের বান্ডিলও রাখা হয়, অতঃপর এই দু'টির মধ্যে যেকোন একটি নেয়ার অধিকার দেয়া হয় তবে নিঃসন্দেহে সে এক লক্ষ টাকার বান্ডিলই নেয়া পছন্দ করবে। একেবারে অনুরূপভাবে দুনিয়া এবং যা কিছু এতে রয়েছে তার তুলনা

একশত টাকার নোটের ন্যায় আর আখিরাতে অর্জিত উপকারীতা ও জান্নাতে অর্জিত নেয়ামত তো এমন, যার কোন মূল্যই হতে পারে না, কেননা জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার অস্থায়ী নেয়ামতের কোন তুলনা হবে না। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **"জান্নাতের কিছু বৈশিষ্ট"** অবলোকন করুন।

জান্নাতের বৈশিষ্ট

যদি জান্নাতের কোন নখ বরাবর জিনিস দুনিয়ায় প্রকাশ হয়ে যায় তবে আসমান ও জমিন তাতে পূর্ণ হয়ে যাবে। (তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি, ৪/২৪১, হাদীস-২৫৪৭) জান্নাতের দেওয়াল স্বর্ণ ও রূপার ইট এবং মুশকের আস্তরন দ্বারা নির্মিত হয়েছে। (মা'জমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবু আহলিল জান্নাত, ১০/৭৩২, হাদীস-১৮৬৪২) জান্নাতে চারটি নদী রয়েছে: একটি পানির, দ্বিতীয়টি দুধের, তৃতীয়টি মধুর, চতুর্থটি শরাবের (অমিয় সূধা)। অতঃপর এগুলো থেকে শাখা বের হয়ে প্রত্যেকের স্থানে যাচ্ছে। শাখাগুলোর এক পাশ মুক্তোর এবং অপর পাশ ইয়াকুতের আর এই শাখা নদীগুলোর মাটি খাঁটি মুশকের। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফাতিল জান্নাতি, ৪/৩১৫, হাদীস-৩৫/৫৭৩৪) জান্নাতে সর্বপ্রকার সুস্বাধু খাবার থাকবে, যা চাইবে সাথেসাথেই তা সামনে বিদ্যমান থাকবে। (তাফসীরে ইবনে কসীর, ৭/১৬২) যদি কোন পাখি দেখে এর মাংস খেতে ইচ্ছা করে তবে তখনই তা ভুনা (Roasted) হয়ে তার নিকট এসে যাবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফতুল জান্নাতি, ৪/২৯২, হাদীস-৭৩) যদি পানি ইত্যাদির ইচ্ছা হয় তবে পানির পাত্র স্বয়ং হাতে এসে যাবে, তাতে সঠিক পরিমাণে পানি, দুধ, অমিয় সূধা, মধু থাকবে, এর স্বাদ না তো এক বিন্দু কম হবে না বেশি, পান করার পর সেই পাত্র স্বয়ং যেখান থেকে এসেছিলো, চলে যাবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবু সিফতুল জান্নাতি, ৪/২৯০, হাদীস-৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জান্নাত এবং এর অনন্য নেয়ামত সমূহ আমাদেরও ভাগ্যে আসতে পারে, যদি আমরা উত্তম আমল এবং অধিকহারে নেককাজ সম্পাদনকারীনি হয়ে যাই। কিছু নেক আমল এমন রয়েছে, যা প্রকাশ্যভাবে ছোট

মনে হয়, কিন্তু এর এমন এমন বরকত প্রকাশ পায় যে, জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। আসুন! এমনই একটি বর্ণনা শ্রবন করি:

পথের কাঁটা সরানো ক্ষমাপ্রাপ্তির উপায় হয়ে গেলো

আল্লাহ পাকের অলী হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি কান্না করতে লাগলেন এবং এতই অস্তির হয়ে গেলেন, যেমন কোন মা সন্তানের মৃত্যুতে অস্তির হয়। মানুষেরা জিজ্ঞাসা করলো: জনাব! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো খুবই পবিত্র এবং পরহেযগারীতার জীবন অতিবাহিত করেছেন আর আশি বছর আপন **দয়ালূ রবের** ইবাদত করেছেন। হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার গুনাহের কারণে অশ্রু বিসর্জন করছি, যার কারণে আমি **আল্লাহর** রহমত থেকে দূরে সরে গেছি। একথা বলে হযরত মনসুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আবারো কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পর তাঁর ছেলেকে বললেন: বৎস! আমার চেহারা কিবলার দিকে করে দাও, যখন আমার কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিবে, আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পরবে তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং কলেমা শরীফ পাঠ করাবে, সম্ভবত আমি কিছুটা আরাম পাবো। আমার মৃত্যুর পর যখন আমাকে দাফন করবে এবং আমার কবরে মাটি ঢেলে দিবে তখন সেখান থেকে ফিরে আসাতে তাড়াতাড়ি করবে না বরং আমার কবরের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ الله" পাঠ করো, কেননাএতে মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সহজতা হতে পারে, এরপর হাত উঠিয়ে এই দোয়া করো: হে মালিক! সে তোমার বান্দা, সে যা গুনাহ করেছে তা করেছে, যদি তুমি তাকে আযাব দাও তবে সে তারই অধিকারী আর যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমার মহৎ শান। অতঃপর আমাকে আল বিদা বলে ফিরে এসো। তাঁর ইন্তিকালের পর সন্তান তাঁর অসিয়তের উপর আমল করলো। অতঃপর সে পরবর্তী রাতে স্বপ্নে তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আব্বাজান! কি অবস্থা? উত্তর দিলেন: আমার বৎস! অবস্থা তো এতই কঠিন এবং কঠোর ছিলো যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, যখন আমার **দয়ালূ রবের** দরবারে হিসাব দেয়ার জন্য দাঁড়ালাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন: আমার বান্দা! বলো আমার জন্য কি এনেছো? আমি আরয করলাম: ইয়া **আল্লাহ**! ষাটটি

হজ্জ এনেছি। উত্তর এলো: এর মধ্যে একটি হজ্জও কবুল হয়নি। একথা শুনে আমার মাঝে কম্পন শুরু হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** আবারো জিজ্ঞাসা করলেন: আর কি এনেছো? আমি আরয করলাম: এক হাজার দিরহামের সদকা ও খয়রাত এনেছি। ইরশাদ করলেন: এর মধ্যে এক দিরহামও কবুল হয়নি। আমি বললাম: হে **দয়ালূ রব**! তবে তো আমি ধ্বংস হয়ে গেছি এবং এখন আমার জন্য ধ্বংসই ধ্বংস। তখন **দয়ালূ রব** ইরশাদ করলেন: তোমার কি স্মরণ আছে যে, একবার তুমি তোমার ঘর থেকে বাইরে কোথাও যাচ্ছিলে, পথে তুমি একটি কাঁটা দেখলে এবং মানুষদের কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়্যতে সেই কাঁটা পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে? আমি তোমার সেই আমল কবুল করে নিয়েছি এবং এর কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। **(হিকায়াতিস সালেহীন, ৫১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নষ্ট হয়না

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে এই শিক্ষা অর্জিত হলো! অনেক সময় দেখতে সামান্য মনে হওয়া নেকীও বান্দার মুক্তির কারণ হতে পারে। তাই যে কোন আমলকে নগন্য মনে করে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। কেননা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য যা-ই নেক আমল করা হয়, তা কখনো নষ্ট হয়না।

উত্তম আমলের বরকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰه একনিষ্ঠতার সহিত করা নেক আমলের বরকতে বান্দা বড় বড় বিপদ থেকে বেঁচে যায়। ✲ উত্তম আমলের বরকতে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ✲ উত্তম আমলের বরকতে জান্নাতের নেয়ামত নসীব হয়। ✲ উত্তম আমলের বরকতে কবর ও হাশরের আযাব থেকে মুক্তি অর্জিত হয়। ✲ উত্তম আমল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম। ✲ উত্তম আমল **আল্লাহ**র রহমত অবতীর্ণের উপায়। ✲ উত্তম আমলের পরিবর্তে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান অর্জিত হয়। ✲ উত্তম আমল কবরে উত্তম এবং সুন্দর আকৃতি ধারণ করে আসবে এবং আরাম ও প্রশান্তির কারণ হবে। ✲ উত্তম আমলের কারণে বান্দা মানুষের মাঝে উত্তম হিসেবে পরিচিত হয়। ✲ উত্তম আমলের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। ✲ উত্তম আমল করাতে দুনিয়া ও

আখিরাতে নিরাপত্তা ও মুক্তি অর্জিত হয়। ✻ উত্তম আমল আরো বেশি উত্তম আমলের তৌফিকের কারণও হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া হলো কর্মক্ষেত্র

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই দুনিয়া আমল করার স্থান এবং আখিরাত হলো প্রতিদান লাভের স্থান। আমরা দুনিয়ায় যে উত্তম বা খারাপ বীজ বপন করবো, এর ফসল আখিরাতে কাটবো, উত্তম বা খারাপ প্রতিদান পাওয়াকে "**যেমন কর্ম তেম ফল**" আর আরবীতে "كَمَاتَدِيْنُ تُدَان" বলা হয়।

যেমন কর্ম তেমন ফল

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْبِرُّ لا يَبْلَى وَالاِثْمُ لا يُنْسَى وَالدَّيَّانُ لَايَمُوْتُ فَكُنْ كَمَا شِئْتَ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ অর্থাৎ নেকী পুরোনো হয় না এবং গুনাহ ভুলে যাওয়া যায় না, প্রতিদান প্রদানকারী (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**) কখনো নিশ্চিহ্ন হবেন না, সুতরাং যা ইচ্ছা হয়ে যাও, তুমি যা করবে তার ফল পাবে।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, কিতাবুল জামেয়ে, ১০/১৮৯, হাদীস-২০৪৩০)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ তুমি যেমন কাজ করবে, তেমনই তুমি প্রতিদান পাবে, যা তুমি কারো সাথে করবে, তাই তোমার সাথে হবে। **(আত তাইসীর, ২/২২২)**

অন্যের সাথে উত্তম আচরণ করুন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের উচিৎ যে, ✻ কাউকে কষ্ট না দেয়া, ✻ কারো জিনিস চুরি না করা, ✻ কারো জিনিস শরীয়তের বিনা অনুমতিতে আত্মসাৎ না করা, ✻ কাউকে ধোঁকা না দেয়া, ✻ কাউকে মিথ্যা অপবাদ না দেয়া, ✻ কারো ঋণ আত্মসাৎ না করা, ✻ কারো পারিবারিক জীবন নষ্ট না করা, ✻ কারো সম্পর্কে কু-ধারণা প্রসার না করা, ✻ কারো মনে কষ্ট না দেয়া, ✻ কারো অনুপস্থিতিতে খারাপ না বলা, ✻ কাউকে উপহাস করে তার সম্মান নষ্ট না করা, ✻ ষড়যন্ত্র করে কারো সফলতায় প্রতিবন্ধক না হওয়া, ✻ কারো খারাপ দিক মানুষের মাঝে প্রসার করে তার দূর্নাম না করা, কেননা আজ আমরা কারো সাথে যেমন আচরণ করবো

কাল তা আমার সাথেও হতে পারে। এর পরিবর্তে যদি আমরা প্রত্যেকের সম্মানের প্রতি সজাগ থাকি, প্রত্যেক আমানত সংরক্ষণ করি এবং সময়মত ফিরিয়ে দিই, প্রত্যেকের সাথে সত্য কথা বলি, প্রত্যেককে সম্মান করি, প্রত্যেকের ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করি, প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করি তবে তা দূরবর্তী নয় যে, আমাদের সাথেও প্রত্যেকে এরূপই করতে থাকবে। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে মন্দ আমল বান্দার মাঝে মন্দের দরজা খুলে দেয়, তেমনিভাবে উত্তম আমল উত্তমতার অনেক অবস্থা সৃষ্টি করে দেয় এবং পরিশেষে উত্তম আমলের প্রতিদান অবশ্যই অর্জিত হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিদিন উত্তম আমল করার উপায়!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জীবনের কোন ভরসা নেই, এই সময়কে গনিমত মনে করে নেকীর মাধ্যমে নিজের আখিরাত উত্তম বানানোতে লেগে যাওয়া উচিৎ, নিশ্বাসের মালা জানিনা কখন হঠাৎ ছিড়ে যায়, **আল্লাহ** না করুক যদি আমরা গুনাহ থেকে তাওবা করার সময়ও না পাই তবে আমাদের আখিরাত নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদেরও নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য প্রতিদিন কিছু না কিছু উত্তম আমল করার লক্ষ্য (Target) বানিয়ে নেয়া উচিৎ, যাতে নেক আমলের অভ্যাস হয়ে যায়। এর সহজ পদ্ধতি হলো যে, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার (চিন্তা ভাবনা) মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাতে**র পুস্তিকা পূরণ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাদানী ইনআমাত** প্রতিদিন নকী অর্জনের ঐ মহান মাদানী ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে সকাল থেকে রাত ঘুমানো পর্যন্ত উত্তম আমল করার অসংখ্য সুযোগ অর্জিত হয়, যেমন; তাহাজ্জুদের নামায, ইশরাক ও চাশতের নফল পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাছাড়া ঘুমানোর সময় কমপক্ষে একবার করে আয়াতুল করসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা পাঠ করা, রাতে সূরা মুলক পাঠ করা বা শুনা, ঘর দরস (ফয়যানে সুন্নাতের দরস ইত্যাদি) দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করা, প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া বা পড়ানো এবং অন্যান্য **মাদানী ইনআমাতে**র মাধ্যমে সাওয়াবের অসংখ্য ভান্ডার অর্জন করা যেতে পারে।

মনে রাখবেন! শয়তান কখনোই এটা চাইবে না যে, আমরা **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করে সারা দিনে এত বেশি নেকী করতে সফল হয়ে যাই, সে এই নেক কাজে বাঁধা দেয়ার জন্য লাখো চেষ্টা করবে, বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণায় যেমন; "আমি অনেক ব্যস্ত", "এত সময় কোথায়?", "কাল থেকে করবো" ইত্যাদিতে লিপ্ত করে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে। যদি আমরা এই কুমন্ত্রণার প্রতি মনযোগ না দিয়ে **মাদানী ইনআমাতে**র উপর কিছুক্ষণের জন্য ভাবি তবে সম্ভবত আশ্চার্য হয়ে যাবো যে, যেই **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করা কঠিন (Difficult) মনে হয়, তার উপর আমল করা তো খুবই সহজ।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা ভালভাবে অবগত হয়ে গেছেন যে, শয়তান আমাদের যেসকল **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করা কঠিন অনুভব করাচ্ছিলো, তার উপর আমল করা তো খুবই সহজ। বর্তমান সময়ে একজন মুসলমানের জন্য **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করা কিরূপ আবশ্যক, তার অনুমান তখনই হবে, যখন আমরা **মাদানী ইনআমাতে**র পুস্তিকা মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবো। এই **মাদানী ইনআমাতে** ফরয ও ওয়াজিব এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করার প্রেরণার পাশাপাশি কোথাও চারিত্রিক পয়েন্ট রয়েছে, তো কোথাও গুনাহ থেকে বাঁচার এবং সহজে নেকী করার পদ্ধতি বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যদি আমরাও গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে নেকীর প্রেমিক হতে চাই তবে আজই **মাদানী ইনআমাতে**র উপর আমল করা শুরু করে দেয়া উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত নিজের চোখেই দেখবেন।

আহ! যদি আমরাও ফয়যানে **মাদানী ইনআমাতে**র অংশীদার হওয়ার জন্য প্রতি মাসে **মাদানী ইনআমাতে**র পুস্তিকা অর্জন করতাম। একটি সময় নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন চিন্তা-ভাবনা করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম, প্রতি মাসে নিয়মিত নিজের যিম্মাদারকে **মাদানী ইনআমাতে**র পুস্তিকাও জমা করতাম।

মাদানী ইনআমাত কে আমিল পে হার দম হার গড়ি
ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতোঁ কি তু ঝড়ি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ইনআমাতের আমলকারীদের জন্য আত্তারের দোয়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **মাদানী ইনআমাতের** পুস্তিকা কোন শুরু করেছেন? এর কারণ বর্ণনা করে বলেন: "মাদানী কাজে উন্নতি, চারিত্রিক প্রশিক্ষণ ও তাকওয়া অর্জিত হবে এই উদ্দেশ্যে আমি **"মাদানী ইনআমাত"** এর পুস্তিকা শুরু করেছি। (জান্নাতকে তলবগারোঁ কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা, ২৫ পৃষ্ঠা) যখন আমি জানতে পারি যে, অমুক ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন **"মাদানী ইনআমাত"** এর উপর আমল করে, তবে অন্তর খুশিতে মদীনার বাগান হয়ে যায় বা যখন শুনি যে, অমুক মুখ ও চোখের বা এর মধ্যে যে কোন একটির **"কুফলে মদীনা"** লাগিয়েছি, তবে আশ্চার্য রকম সহানুভুতি অনুভব করি। **"মাদানী ইনআমাত"** অনুযায়ী আমলকারীকে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর দোয়া দ্বারা কিভাবে ধন্য করেন, আসুন! আমরাও শুনি: **আল্লাহ পাক** আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারার সদা প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় হাসিখুশি রাখুক, কখনোই যেনো আপনার খুশি শেষ না হয়, জীবন ও মৃত্যু, অন্তিম মুহুর্ত এবং কিয়ামতের ভয়াবহ মুহুর্ত সব জায়গায় খুশি নসীব হোক, **আল্লাহ পাক** আপনার এবং পুরো বংশকে ক্ষমা করুক, জান্নাতুল ফেরদাউসে আপনাকে **প্রিয় নবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রতিবেশিত্ব দান করুক। (জান্নাতকে তলবগারোঁ কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা, ৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালাম করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সালাম করার কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। ✻ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ✻ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ✻ আগে সালাম করা সুন্নাত। ✻ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী। ✻ প্রথমে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন- **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী

অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩) ✻ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ✻ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। ✻ অনুরূপভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন। ✻ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। ✻ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পুনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد